গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২২৩

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪২৯
০৭ মে ২০২২

বিষয়: **তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ**

দুদক প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.১২৭.১৯-১৪০০৭; তারিখ ১০/৪/২০১৯খ্রি. মোতাবেক নওগাঁ জেলার পোরশা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব সুরেন্দ্রনাথ সাহার বিরুদ্ধে জনাব মো: রোকোনুজ্জামান অর্থ আত্মসাত ও দুর্নীতির অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য মাউশি অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন।

অভিযোগের বর্ণনা:
অতি বিনয়ের সহিত আপনার সদয় ও সহনুভুতিশীল দৃষ্টি এই মর্মে আকর্ষণ করছি যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী নওগাঁ জেলাধীন পারেশা উপজেলার নীতপুর ইউনিয়নের নীতপুর বাজারের একজন অধিবাসী। অত্র কলেজের অধ্যক্ষ এমএম রেজাউল হক গত ২০১৬/জুন মাসে অবসরে যাওয়ার পর অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব সুরেন্দ্রনাথ সাহা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর অত্র কলেজের বিভিন্ন আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত তহবিল কলেজের নামে কোন ব্যাংক এ্যাকাউন্টে টাকা জমা না দিয়ে ফলস ভাউচার সৃষ্টি করে সমুদয় টাকা আত্মসাত করেন। এব্যাপারে অত্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ, ৩০/০৯/২০১৮ পরিচালক দূর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয় রাজশাহীকে এবং ০৭/১১/২০১৮ চেয়ারম্যান দূর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় সেগুন বাগিচায় অভিযাগে রেজিষ্ট্রি করে ডাকযাগে পাঠানা হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আজ অবধি তার কোন তদন্ত হয়নি। ২০১৬ জুন মাসের পর তিনি অত্র কলেজের এইচ.এস.সি, কারিগরি শাখা, ডিগ্রি (পাস) ১ম, ২য় ও ৩য় এবং অনার্সের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ভর্তি ফি, ফরম ফিলাপ, প্রবেশ পত্র বিতরণ,কলেজের নিজস্ব জমি হতে প্রাপ্ত ধান, আমফল বিক্রয়, পুকুর পাড়ের গাছ বিক্রয় এর টাকা, ইত্যাদি কলেজের নামের কোন ব্যাংক এ্যাকাউন্টে টাকা জমা না দিয়ে আত্মসাত করেন। প্রকাশ থাকে যে, কলেজের নামে দুইটি ব্যাংকে একাউন্ট খোলা রয়েছে যথাঃ (১) সানোলী ব্যাংক লি, পারেশা শাখা, নওগাঁ যার হিসাব নং ৩৩০০১০৪২, (২) জনতা ব্যাংক, নিতপুর শাখা, পারেশা, নওগাঁ যার হিসাব নং ০১০০১২৪৬৫২৬৬৩, এবং মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিশার হাট পারেশা, নওগাঁ। মার্কেন্টাইল ব্যাংকে শিক্ষক নিয়াগের ডানেশনের টাকা জমা ছিল। তার দূর্নীতির ফলে ছাত্র-ছাত্রী ও সকল শিক্ষকগণের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। তার দূর্নীতির দফাওয়ারী বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ (১) অত্র কলেজে অতিথী শিক্ষক ও কম্পিউটার অপারেটরের সম্মানি প্রদান বিষয়ে উপস্থিত গভর্নিং বডির সভায় নির্ধারিত হওয়ার পরেও তা তিনি কৌশলে রেজুলেশন বহিতে মাটে টাকার অংক উল্লেখ না করে ৬/৭ মাসের অতিথি শিক্ষককে ১৫,০০০/- টাকা ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক মাজোচ্ছের রহমানের নিকট ভাউচারের মাধ্যমে প্রদান করেন। এখান থেকেও তিনি অর্থ আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকায় টাকার অংকের ঘর তিনি খালি রেখে রেজুলেশন বহিতে কৌশলে গভর্নিং বডির সহি করে নেন। (২) ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে ৪৩ জন ফরমপূরণ করেন যার আয় হয় ১,৬৫,৫০০/- টাকা তার মধ্য থেকে বিডি বাবদ খরচ ৬৪,৫৮৭/- টাকা। এখাতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে অনার্সের ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি বাবদ আয় ৪,৮২,১০০/- টাকা। আবেদন ফরম বাবদ আয় হয় ১৪,৭০০/- টাকা। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষা বর্ষের ১৭৭ জনের ভর্তি থেকে আয় হয় ৮,৪৯,৬৫০/- টাকা এবং ব্যয় হয় ৪১,০০০/- টাকা এভাবে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ হতে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত অনার্স শ্রেণিতে ভর্তি, ফরমপরণ

আবেদনপত্রে মাটে আয় হয় ২৮.৮৮.৪০০/- টাকা এবং ব্যয় হয় ৩,৮১,৪৯৯/- টাকা। খরচবাদে ২৫,০৬,৯০১/- টাকা জমা/আয়কৃত অর্থ উদ্ধৃত্ত থাকলেও সে টাকা কলেজের উল্লেখিত । ব্যাংক একাউন্টে জমা না দিয়ে ফলস ভাউচার করে তসরূপ করেন। এই ভাবে ডিগ্রি (পাস) ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের আয়ের টাকা ব্যাংকে। জমা না দিয়ে ভূয়া ভাউচার করে সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এইভাবে এইচ.এস.সি ও কারিগরি শাখায় ভর্তি ও ফরমফিলাপ থেকেও টাকা আত্মসাত করেছেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালে। অনার্স ৪র্থ বর্ষের ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ফরম পুরন বাবদ ২,৭৬,৯৮০/- টাকা আয় হয়। তিনি সে টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে ফলস ভাউচার তৈরী করে খরচ দেখিয়েছেন। বিএম শাখায় ভর্তি বাবদ আয় হয় ২২,০০০/- টাকা এবং ফরম পূরণ বাবদ আয় হয় ১,৫৫,০০০/- টাকা এই টাকাও একই পদ্ধতিতে তসরুপ করেছেন। (৩) কাবিখার বরাদ্দকৃত চাউল কলেজের উন্নয়নে খরচ না করে পুরোটাই আত্মসাত করে যার তথ্য পারেশা পি,আই,ও অফিসে পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, তিনি ব্যাংক জালিয়াতি করতেও ছাড়েননি। তিনি পারেশা কলেজের এম,পি,ও শীটে সাপাহার মহিলা কলেজের নাম বসিয়ে জালিয়াতি করেন। যার তথ্য পাওয়া যাবে সাপাহার মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ ও মধইল জনতা ব্যাংকে। প্রকাশ থাকে যে, ৮ আগষ্ট ২০১৮ জিও জারী হওয়ার পর টিএনও (পারেশা) অত্র কলেজের দেখভাল করেন, তারপরেও তিনি এখন পর্যন্ত বহাল তবিয়তে দূর্নীতি করেই যাচ্ছেন। এব্যাপারে টিএনও পারেশাকে রেজিষ্ট্রি ডাকযাগে অভিযাগে করলে অফিস সহকারী ওএস সুরেন্দ্রনাথকে মাবোইল যাগে ডেকে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অভিযাগে পত্রটি টিএনওর কাছে দায়ের করেননি। আরও উল্লেখ্য যে, উন্মুক্ত, ডিগ্রি পাশ, অনার্স পরীক্ষার কেন্দ্র ফির টাকা সম্পূর্ণ আত্মসাত করেন এবং টাকার বিনিময়ে নকল করান। নকলের ছবি প্রমাণ স্বরুপ দেওয়া হলা। উল্লেখ্য যে, এলাকাতে তার বিরুদ্ধে পাস্টোরিংও হয়েছে। অতএব প্রার্থনা উক্ত দূর্নীতিবাজ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযাগে সমূহ দ্রুত তদন্ত পূর্বক প্রয়াজেনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাদেয়ের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

বর্ণিত বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ ১৪ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে নির্দেশক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

৭-৫-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক
ফোন: +88-02-223351057
ইমেইল: dg@dshe.gov.bd

অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.২২৩/১(৩)

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪২৯
০৭ মে ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন
২) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, পোরশা ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ।
৩) মো: রোকোনুজ্জামান, নীতপুর বাজার, পোরশা, নওগাঁ

৭-৫-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক